BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

মুনাফিকদের চেনার উপায়

-মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

আমরা জানি, মুনাফিকরাই ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলাম ও মুসলমানদের যতটা ক্ষতি কাফেররা করেছে, তার চেয়ে বহুগুণ অধিক ক্ষতি হয়েছে মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের দ্বারা। তারা কোথাও মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জাতির সর্বানাশ করেছে, আবার কোথাও বা পরিবার, সমাজ ও রাজনীতির অঙ্গনে থেকে পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। মুনাফিকরা মুসলমানদের মাঝে একাকার হয়ে থাকার কারণে তারা যতটা সহজে ছোবল মারতে পারে, বহিঃশত্রু কাফেররা অতটা সহজে তা করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে মুনাফিকদের দমন করতে খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। মুনাফিকরা যত সহজে আমাদের ক্ষতি করতে পারে, আমরা ঠিক তত সহজে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে পারি। কাফেরদের আগ্রাসনের মোকাবেলায় যতটা জান বাজি রেখে লড়াই করতে হয়, মুনাফিকদের তৎপরতা মোকাবেলায় অতটা পেরেশানি ভোগ করতে হয় না। কারণ, তারা মূলতঃ আমাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই অবস্থান করছে। তাদেরকে কেবল চিনে নিতে পারলেই হলো। আর তাদেরকে চেনার জন্য কোন অত্যাধুনিক রাডার বা উন্নত প্রযুক্তিরও দরকার হয় না। মুনাফিকদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে পৃথক করার মানদণ্ড স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে মুনাফিকদের সম্পর্কে এমন অনেক নিদর্শন-আলামত বর্ণনা করা হয়েছে যা আমাদের জন্য মাইন ক্লিনার হিসেবে কাজ করবে। আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াতের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পবিত্র কুরআনের একেবারে শুরুর দিকেই মুনাফিকদের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, "আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।" (সূরা বাকারাঃ৮,৯) ইহুদী-খ্রীস্টানরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দেয়, আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মানার কথা সুকৌশলে এড়িয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর প্রতিও বিশ্বাসী নয়। পৌত্তলিকরাও আল্লাহ ও আখেরাত মানার দাবী করে, কিন্তু নবুওয়াত ও রিসালাতকে অস্বীকার করে, অর্থাৎ সকল নবী-রাসূলকেই প্রত্যাখ্যান করে। তারা যে ঈমানদার নয় তা বলাই বাহুল্য। আর মুসলিম নামধারী মুনাফিকরা আল্লাহ ও আখেরাতের পাশাপাশি রাসূলের প্রতিও আনুগত্য প্রকাশ করে, কিন্তু অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করে। তারা ঈমানের মৌখিক দাবির পাশাপাশি আমলের দ্বারাও ধোঁকাবাজির প্রয়াস চালায়। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদেরকে ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাজের জন্য উঠে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখানোর জন্য উঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।" (সূরা নিসাঃ১৪২) মুনাফিকরা কেবল ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত সেজেই ক্ষান্ত হয় না, নিজেদেরকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক হিসেবে জাহির করে। এজন্য তারা নিষ্ঠাবান মুসলমানদেরকেই ধর্মব্যবসায়ী বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের নামায-রোযা নিয়ে খোঁটা দেয়। আর নিজেদের সম্পর্কে বলে যে, আমরা নামাজ-রোজা করি, কিন্তু মুসল্লিগিরি দেখাই না। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই মুসল্লিগিরি দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া নামাজ-রোজা করে না। সম্ভব হলে নামাজ না পড়েও নিজেদেরকে নামাজী বলে জাহির করার চেষ্টা করে। "তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং না করা বিষয়ের জন্য প্রশংসা কামনা করে, তারা আমার নিকট থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।" (আল-ইমরানঃ১৮৮) নামাজ-রোযা ছাড়াও মুসলমানদের সকল ধরনের ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যক্রমে মুনাফিকরা অংশগ্রহণ করে, যাতে তাদেরকে মুসলিম সমাজ থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা না যায়। মুসলমানদের খুশী করার জন্য মুনাফিকরা ইসলামের প্রশংসা ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রকাশ করে, কিন্তু নিজেরা মনে মনে ইসলামের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণ করে এবং ইসলামের শত্রুদের সাথে যোগাযোগ রাখে। এ সম্পর্কে সূরা বাকারার চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, "আর তারা যখন ঈমানদারদের সাথে মিশে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি-- আমরা তো উপহাস করি মাত্র।"

এতক্ষণ আমরা মুনাফিকদের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য জানতে পারলাম। এবার আমরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তাদের আচরণ ও মনোভাব পর্যালোচনা করব। মুসলমানদের প্রতি মুনাফিকদের বিদ্বেষী মনোভাবের প্রমাণ দিতে গিয়ে সূরা আল-ইমরানের ১১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "তাদের শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ মুখেই প্রকাশ পায়।" অর্থাৎ, কেউ যদি আল্লাহ-রাসূল তথা আমাদের দ্বীন সম্পর্কে অপ্রীতিকর কথাবার্তা বলে কিংবা কোন মুসলমানের প্রতি বিনা কারণে বিদ্বেষপূর্ণ উক্তি করে, তাহলে তাকে মুনাফিক বলে চিহ্নিত করা হবে। অবশ্য কটু কথা যাদের মুখে শোনা যায় তাদের সবাইকে এ আয়াতের ভিত্তিতে ঢালাওভাবে মুনাফিক সাব্যস্ত করা যাবে না। কেউ নেতিবাচক কথা বললে সেটি শত্রুতার কারণে বলল, নাকি নিছক শাসন করার উদ্দেশ্যে বলল; শত্রুতা মেটানোর জন্য বলল, নাকি নিছক পার্থিব স্বার্থের জন্য বলল; শত্রুতা থাকলেও সেটা কি ধর্মীয় শত্রুতা, নাকি নিছক ব্যক্তিগত শত্রুতা; শুধু সংশ্লিষ্ট মানুষের সাথে শত্রুতা, নাকি গোটা মুসলিম সম্প্রদায় ও স্বয়ং আল্লাহর সাথে শত্রুতা-- এ বিষয়গুলো যাচাই করে দেখতে হবে। তবে হ্যাঁ, কারো কথাবার্তা ও কার্যকলাপ থেকে যদি শিশুদের প্রতি শত্রুতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে মুনাফিক হিসেবে গণ্য করা যাবে। মানুষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব হতে পারে, পার্থিব বিষয় নিয়ে শত্রুতা হতে পারে, কোন ব্যাপার নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে, এমনকি কোন মানুষের প্রতি শত্রুতার কারণে তার শিশু সন্তানদের প্রতি বিদ্বেষ জাগাও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক; এছাড়া কোন শিশুর অস্তিত্ব যদি কারো স্বার্থের জন্য প্রতিবন্ধক হয় বা শিশুটিকে সরাতে পারলে যদি নিজের কোন ফায়দা

হাসিল হয়, তাহলেও শত্রুতামূলক আচরণের একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা কারণে বিনা প্রয়োজনে নিষ্পাপ ও অবুঝ শিশুদের প্রতি জিঘাংসায় কাতর হওয়া কেবল তার পক্ষেই সম্ভব, যার মনে আল্লাহর প্রতি শত্রুতা রয়েছে। যারা আপন-পর নির্বিশেষে শিশুদেরকেই হাত ও রসনার খোরাক বানায় এবং শিশুদের মধ্য থেকেই প্রধান শত্রু নির্বাচন করে, তারা নিঃসন্দেহে ইসলাম ও মানবতার শত্রু। শিশুদের প্রতি কারো বিদ্বেষ যদি অবিচল ও অকৃত্রিম হয়, কথাবার্তায় যদি শর্তহীন শত্রুতা প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মুনাফিক বলতে কোন বাধা নেই। এক হাদীসে মুনাফিকদের যে চারটি স্বভাব উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে চতুর্থটি হলো, তারা যখন ঝগড়া-বিবাদ হয় তখন গালাগালি করে। অতএব, যারা কোনপ্রকার ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই একতরফাভাবে নিষ্পাপ শিশুদের নোংরা ভাষায় গালি দেয়, তারা নিঃসন্দেহে মুনাফেকীর চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থান করছে।

মুনাফিকদের কার্যকলাপ ও গতিবিধি সম্পর্কে সূরা তওবার ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ - يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ ...

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। মন্দের আদেশ দেয় এবং ভাল থেকে নিষেধ করে।" এ আয়াতে يَأْمُرُ বা اَمْر অর্থ আদেশ, নির্দেশ, উপদেশ, পরামর্শ, সহযোগিতা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি বুঝায়। আর يَنْهَ বা نَهْي অর্থ নিষেধ, বাধাদান, বিরোধিতা, প্রতিরোধ ইত্যাদি বুঝায়। মুনাফিকদের কাজই হচ্ছে যা কিছু মন্দ, কদর্য ও গর্হিত, তার প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা; আর যা কিছু ভাল, সুন্দর ও কল্যাণকর, তার থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখা। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে যেখানেই তারা মানুষের উপর প্রভাব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করে, সেখানেই নিজ নিজ অধীনস্ত ও প্রভাবাধীন মানুষজনকে সৎ পথ থেকে সরিয়ে অসৎ পথে চলতে বাধ্য করে। নিজস্ব প্রভাব বলয়ের বাইরেও তারা মানুষকে মন্দের দিকে আহবান জানায় ও আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে নিজেদের সন্তান-সন্ততিদেরকেই অন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। এছাড়া আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সন্তানদেরও তারা নানাভাবে কুমন্ত্রণা দেয়, কুপথে ডাকে। সন্তানেরা যাতে কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, আহারে-বিহারে, পোশাকে-আশাকে, চিন্তা-চেতনায় সর্বক্ষেত্রে উত্তম পন্থাটিকে বর্জন করে মন্দ পন্থাকে গ্রহণ করে, সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে মুনাফিকরা। তারা সর্বদা খারাপ কাজের হুকুম দেয়, খারাপ জিনিস খেতে দেয়, আর খারাপ কথা বলতে শিখায়। এছাড়া খারাপ আচরণও শিক্ষা দেয়, খারাপ মন-মানসিকতা গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। এই সমস্ত খারাপের মাঝে তারা কিভাবে মানুষকে নিমজ্জিত করছে, তা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

মন্দ কাজের আদেশঃ মানুষকে খারাপ কাজে লিপ্ত করার জন্য মুনাফিকরা মূলত দুটি জিনিসের প্রতি উৎসাহ দিয়ে থাকে। (১) অবৈধ ভালবাসা ও প্রণয়াসক্তি, (২) দৈহিক উলঙ্গতা।

(১) মুনাফিকরা তথাকথিত প্রেম-ভালবাসার নামে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় উদ্বুদ্ধ করে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি, টাংকি মারা আর ভাব বিনিময় শিক্ষা দেয়। তারা একদিকে পর্দা রক্ষার নামে ছেলে-মেয়ে ভেদাভেদের ধুয়া তুলে শিশুদেরকে পরস্পর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস চালায়, অপরদিকে উঠতি বয়সের কিশোর-কিশোরীদের অবাধ মেলামেশার তালিম দেয়। যেসব চাল-চলন, আচার-আচরণ ও ভাবভঙ্গি মানুষকে পাপ ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, সেসবের পিছনেই এরা অনুপ্রেরণা যোগায়। বাংলা ভাষায় এদেরকেই 'শকুনি মামা' বলা হয়।

(২) মুনাফিকরা মানুষের শরীরকে অনাবৃত রাখার শিক্ষা দেয়, উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। মুনাফিকরা সন্তানদের শিশুকাল থেকেই শালীনতাকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। এমনকি উলঙ্গতার পক্ষে উল্টোপাল্টা ওজর ও যুক্তিতর্ক পর্যন্ত পেশ করা হয়। শুধু তাই নয়, যারা নিজেদের সন্তানদের একটু শালীনভাবে রাখতে চায়, তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও মুনাফিকরা লজ্জাবোধ করে না।

এককথায়, মুনাফিকরা সম্ভাব্য সব রকম উপায়ে সন্তানদেরকে লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার পথ থেকে সরিয়ে নির্লজ্জতা ও কদর্যতার দিকে নিয়ে যেতে চায়।

মন্দ পানাহারের আদেশঃ মুনাফিকরা নিজেদের সন্তানদের হালাল ও পবিত্র রিযিকের পরিবর্তে হারাম ও অপবিত্র জিনিস খেতে বাধ্য করে। পবিত্র খাবার থাকলেও সেটাকে অপবিত্র বানিয়ে খেতে দেয়। তারা আমাদের সম্ভাবনাময় নিষ্পাপ শিশুদের আল্লাহ প্রদত্ত পবিত্র রক্ত-মাংসকে শুষে নিয়ে সেই স্থান জোরপূর্বক হারাম দ্রব্যের দ্বারা পূরণ করে দেয়। মুনাফিকরা ভাল করেই জানে যে, যাকে দৈহিকভাবে অপবিত্র করে দেয়া যায়, তার আর এবাদত করার ইচ্ছা থাকবে না, বরং তার কাছে এবাদত-বন্দেগিকেই বোঝা মনে হবে। তাকে আর পুণ্য কাজে নিষেধ করতে হবে না, পাপ কাজেরও আদেশ করতে হবে না; বরং তাকে পুণ্য কাজের দিকে আহবান জানানো হলেই বিরক্তি বোধ করবে, আর পাপ কাজে নিষেধ করলেও পাপের পথেই অগ্রসর হবে। মানুষকে হারাম খাওয়ানোর পিছনে তাদের উদ্দেশ্য কি তা পরিস্কারভাবে জানা যায় আল-কুরআনের একটি আয়াত থেকে। আয়াতটি হলো, "শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করা এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য রাখে না। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে?" (মায়েদাঃ৯১) এখানে কেবল শয়তানের কথা বলা হলেও মানুষরূপী শয়তানরাও এর অন্তর্ভুক্ত। আর কেবল মদ-জুয়ার কথা বলা হলেও সব ধরনের নোংরা ও অপবিত্র খাদ্য বা পানীয়ের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যে কেউ মানুষকে মন্দ ও নোংরা জিনিস খাওয়াবে, তার মনে আয়াতে বর্ণিত উদ্দেশ্য আছে বলেই প্রমাণিত হবে। কেবল মাদকাসক্ত ও জুয়ায় লিপ্ত অবস্থাতেই যে নামায ও শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় তাই নয়, বরং হারাম খাদ্যের দ্বারা যখন গোটা শরীর কলুষিত হয়ে পড়ে, তখন আর কোন সময়েই নামাযের ইচ্ছা থাকে না, সর্বদা হারাম কাজ ও পারস্পরিক হিংসা-হানাহানির দিকেই মন আকৃষ্ট থাকে।

মন্দ কথাবার্তার আদেশঃ মুনাফিকরা মানুষের পারস্পরিক সম্ভাষণ ও গালিগালাজের ক্ষেত্রে অশ্লীল ও নোংরা শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। তারা সন্তানদের প্রতি কেবল নিজেদের মনের ঝাল মেটানোর জন্যই গালি দেয় না, বরং সন্তানদেরকে মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে ওই সমস্ত নোংরা কথার ব্যবহার শিক্ষা দেয়াই প্রধান উদ্দেশ্য।

খারাপ আচরণের নির্দেশঃ মুনাফিকরা তাদের অধীনস্তদের প্রতি মুসলমানদের সাথে দুর্ব্যবহার করার হুকুম দেয়। সকল মুসলমানের সাথে সর্বদা ঝগড়া-ফাসাদ, মারামারি আর অপ্রীতিকর আচরণ করার শিক্ষা দেয়। শিশুদের মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে দেয়ার জন্য মুনাফিকরা অনেক সময় নিজেরা পরস্পর শত্রুতার নাটকে অভিনয় করে এবং নিজ নিজ সন্তানকে উস্কানি ও চাপ প্রদান করে। যদি মারামারিতে আশানুরূপ পারফরমেন্স দেখাতে না পারে, তাহলে তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করে। আর যদি কারো মধ্যে ঈমানদার ভাই-বোনদের প্রতি কোনপ্রকার সহানুভূতি বা ভালবাসা প্রদর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়, কোন ধরনের ভাল আচরণ বা আন্তরিক মেলামেশা ধরা পড়ে, তাহলে সেটাকে মুনাফিকরা এক বিরাট অপরাধ বলে চিহ্নিত করে।

খারাপ মন-মানসিকতা গড়ে তোলাঃ মুনাফিকরা আমাদের শিশুদের এমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করে যাতে তারা পারস্পরিক সহানুভূতি ও কল্যাণকামনার পরিবর্তে পরশ্রীকাতরতা আর অনিষ্টকামনা নিয়ে বেড়ে ওঠে। তারা চায় আমরা ঈমানদার ভাই-বোনদের প্রতি এতই বিদ্বেষপরায়ণ হই, যেন একে অপরের স্বাভাবিক খাওয়া-পরাটুকুও সহ্য করতে না পারি। আর বেঈমান দুশমনদের প্রতি এতই অনুগত হই, যেন তাদের খোদাদ্রোহিতা আর জুলুম-অত্যাচারকেও পরম আশীর্বাদ হিসেবে শিরোধার্য করে নেই। আমাদের মন-মানসিকতা থেকে সব রকমের মানবীয় গুণাবলী ও উদারতা দূর করে সঙ্কীর্ণতা, হিংসা-অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মম্ভরিতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে ফেলাই মুনাফিকদের উদ্দেশ্য।

মুনাফিকদের খারাপ কাজে নির্দেশদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনার পর এবার ভাল কাজের ব্যাপারে তাদের অবস্থান ও কর্মনীতি বিশ্লেষণ করা যাক। তারা মানুষের ব্যক্তিগত এবাদত-বন্দেগি তথা নামায-রোযা থেকে শুরু করে দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও মানবসেবা পর্যন্ত সকল ধরনের ভাল কাজের বিরোধিতা করে। বিশেষ করে মৌলিক এবাদতের বিরুদ্ধেই তারা সর্বাধিক কঠোর ভূমিকা পালন করে। এবাদতের পথ আটকাতে না পারলে এবাদতের উপায়-উপকরণ সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়, যাতে এবাদত শুদ্ধই না হয়। তারা অনেক সময় লোক দেখানোর জন্য ভাল কাজে উৎসাহ প্রদান করলেও ভাল কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজ তারা সর্বদাই চালিয়ে যায়-- কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা গোপনে। নিজেদের সন্তানদের ক্ষেত্রে তো তারা গায়ের জোরেই নামায-রোযা থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে। এছাড়া নিজের ভাই-বোনদের সন্তানদেরকেও যথাসম্ভব এবাদত-বন্দেগির প্রতি অনাগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চালায়। কেউ নামায-রোযা এড়াতে চাইলে তাকে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে এতটুকু কার্পণ্য করে না। মানুষ যখন তাদের কথামত চলতে গিয়ে বিপদে পড়ে, তখন তারা সমস্ত দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে নিজেরা সাধু সাজে। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে, "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করি।" (সূরা হাশরঃ১৬)

পরিশেষে আমরা যদি জাতীয় পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলেও দেখতে পাব, মুনাফিকরা পতিতাবৃত্তি আর অশ্লীল চলচিচত্রকে নানাভাবে উৎসাহিত করে, আর একতরফাভাবে কেবল মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে নানা অযুহাতে বন্ধ করে দেয়ার অপপ্রয়াস চালায়। তাদের যুক্তি হল, পতিতাবৃত্তি আর চলচ্চিত্র শিল্প থেকে সরকারী কোষাগারে অর্থ সমাগম হয়, আর মসজিদ-মাদ্রাসাগুলো থেকে কোন অর্থ পাওয়া যায় না। তাই মসজিদ-মাদ্রাসা ভেঙ্গে মার্কেট করা গেলেও কোন পতিতালয় ভেঙ্গে মার্কেট করা হয় না। কোন সিনেমা হলের উপর কোনদিন বুলডোজার উঠেছে বলে শুনিনি। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারাঃ২৬৮) *মাসিক আল-ফুরক্বান, মে, ২০০১*